কবিজীবন

প্রাণের হিসাব প্রণেতা

শ্রীউদয়চাঁদ রায় দ্বারা রচিত

ও প্রকাশিত।
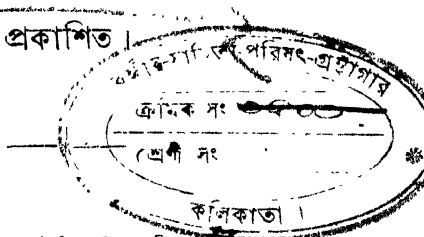
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, "হিতবাদী" প্রেসে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৯১৫ ইং সন ১৩২২ বাঙ্গলা।

মূল্য ৳০ আনা।

কবি জীবন।

—*—

নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শির চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে
তব পদ চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রি যশের মন্দিরে
দমনিয়া ভব দম দুরন্ত শমনে—
অমর। শ্রীভর্ত্তৃহরি, স্বরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বর পুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুর ভাষী ;
মুরারি মুরলিধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস ক. .,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !”

মাইকেল।
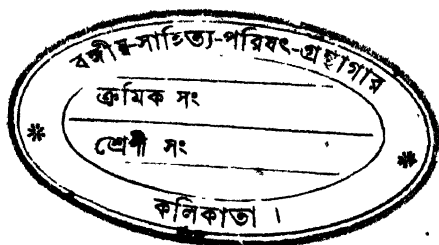
উপক্রমণিকা।

অনেকে মাইকেলের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। যদি জীবনী পড়িয়া মহৎ লোকের জীবন আদর্শে সংসার যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে চাই, তবে স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর কিংবা রামমোহন রায় মহাত্মাদের জীবনী শক্তি যতদূর কার্য্যকারী আমার বোধ হয় মাইকেলের জীবনী ততদূর উপযোগী নহে। কেননা মাইকেলের সেইরূপ জীবন যাপন করিতে বড় একটা লক্ষ্য ছিল না বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মাইকেলের কবিতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাহার অন্তর্জীবনের শ্রোত বড়ই পবিত্র ছিল বলিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি স্বীকার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

এই বহি খানায় যদি তাঁহার আন্তরিক ভাব উপা-সনায় অনেক কথা লিখিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বহি-

খানার উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত কবি জীবনী নহে। ইহা কবিদিগের অন্তর্জীবনের নমুনা এবং কবিতা সুন্দরীর চরিত্রগত ভাবের সমালোচনা।

একজনের জীবনী ধরিয়া কোনও মহাজীবনীর শক্তি এবং সেই জীবনের আলেখ্য তৈয়ার করা যায় না। সাহিত্য ইতিহাস পাঠেই সেরূপ আদর্শ পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র বহিখানার সাহিত্য ইতিহাসের বিষয় অঙ্গীভূত করিতে প্রয়াস না করিয়া কবিতাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হওতঃ অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছি। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কোনও বিষয়ে প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া পরোক্ষ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারেন।

ক্ষুদ্র মুষিক খুজিয়া খুজিয়া যদি গর্ত্ত-ভাণ্ডারে দুই একটী স্বর্ণ রৌপ্য কণা আহরণ করিতে পারে তবে তাহা তাহার কম গৌরবের বিষয় নয়।

I cannot help stating in the preface to this volume, some observations regarding Michael's theory of poetry, which has been writen for the introduction to চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী but unfortunately the task has been left out for the present.

Michoel has expressed in his poem পরিচয়, কবি and কবিতা what he considers as the origin of poetical faculty or in other words the feeling that actuates us to undertake the vocation of a poet.

Some remarks in support of the theory are to be added. In পরিচয় he his speaks of was born in a Country where Nature is clothed as it were with celetial beanty and its enchantment is such that

তবগুণ গায় কবি কভু রূপ ধরি
অলীর মাঝে সে মধু ওকানে গুঞ্জরি
ব্রজে যথা বন রাজ রাসের পরবে ॥

The song of a poet is likened to the song of the God when "young Krishna with his maidens fair roved joyonsly"

In the same poem he speaks of কবিকুল as "প্রেমদাস ভবে" that is to say. he here supplies the link between subjective and objective side without which there can be no poctry. There must be communion between nature outward and inward.

He has used the word প্রেম in a very broad sense including all forms of feeling prompted action and passive imagination.

(1) Love towards animal kingdom and rational beings.

(2) Charms of nature outward and inward. and

(3) All the finer qualites of both head and heart havebeen summed up in the ward প্রেম as used by him in the sentence. This point will be dilated upon. in its proper place

(4) When a poet weilds his pen in response to the in-word feelings he does so as prompted by প্রেম—কেনাজানে কবিকুল প্রেমদাস ভবে।

We can not help thinking so, for to understand him to have used the word in its restricted sense which is love moral, minus the love of nature, would be failing to understand not only the assertion of the poet in this

respect but a reasonable view of the matter so for as poetry is concerned. In those very poem Michacl has empressed his views as to the object of poetry which is to create a healthy atmosphere all round.

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে ,
নন্দন কানন হ'তে য স্বজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে, তুষ্টহয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে বলবতী নদী মৃদু কল কলে
মনের উদ্যান মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা কুসুম রত্ন ।
দুর্মতি সে'জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা অমৃত রসে । হায়, সে দুর্মতি
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জননা ভজে ও চরণ পদ্ম ।

He has indeed expressed himself in these lines what he thinks the part played by poets in the moral world,

তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে

Indeed if কবিকুল as Michael thinks are প্রেমদাস no less are those who come under their spell so powerful in its healing all strifes that flesh is heir to and as such its lessons are never lost upon us.

—*—
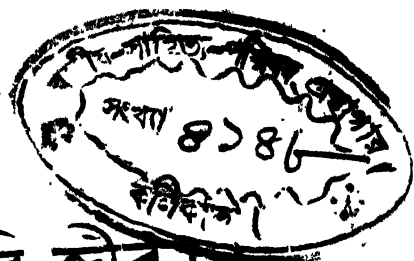
কবি-জীবন।

কবি মাইকেল প্রতি।

ভারতের মাঝে কবি! অযাচিত হয়ে
খুলে তব হৃদয়ের দ্বার ·

দেখাইলে প্রশাসিতে অশেষ প্রকারে •
মনোরাজ্য-ভার আপনার।

কত যে কি অসীম কল্পনা রসবতী
হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাথা।

কত যে কি বিদ্যার প্রতিভা সদা রাজে
সে রাজ্যের রত্নরাজি যথা॥

হায় কবি! কি পাষাণ আমরা তস্কর
বিনামূল্যে সে সব কিনিনু।

তোমায় বিদায় দিতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়
শুধু অশ্রুধারা সঙ্গে দিনু॥

তুমি—কাছে ছিলে যবে, দেখি নাই
কীর্ত্তি অসম্ভব।

মোরা—দূরে থেকে দেখিতেছি এবে
জাগিয়ে সে সব॥

যথা—রজতের রেখাতরঙ্গের
(শুধু) হৃদয় পরশী।

নিকটের বারি রাশি সে যে
পিপাস বিনাশী॥

যখন বাজালে কানে,
সকরুণ ধ্বনি;

বধির ছিলাম সবে
শুনেও শুনিনি॥

বুঝিনু যে এবে মোরা
সে সব বারতা।

তাই শেষে পাইনু যে
মরমেতে ব্যথা॥

তুমি যথা নিশি দিন

ছিলে নিরাহার।

বাণিজ্য করিয়া লাভ

হ'লনা তোমার॥

কবিবর! বুঝি মোরা

তোমায় হারায়ে।

বিসর্জ্জন করিলাম

লাভের পসারে॥

তাই এবে কাঁদি মোরা

তোমার মতন।

হারায়ে লাভের তোমা

হে মধুসূদন॥

ভুঞ্জিলে অনেক দিন
যে ক্ষুৎ পিপাসু।
সে দিন মোদের এবে
দিলা বিভাবসু॥
আর যে পাইনা মোরা
নূতন নূতন।
তোমার কবিতা গাথা
মনের মতন॥
তাই ক্ষুব্ধ বুভুক্ষু যে
আমরা এমন।
এস কবি পুনঃ হেথা
ধরিয়ে জীবন॥

যদি ভয় হয় স্মরি
না পারি তোষিতে।
ভাবি ডেকে কাজ নাই
থাক স্বরাজ্যেতে॥

অনিদ্রায় কাটা গেছ
বহুদিন যদি।
জাগায়ে ছিলে যে সবে
হেথা নিরবধি॥

তোমার সে অনাহারে
আহার পেয়েছি।
তোমার সে অনিদ্রায়
কত যে জেগেছি॥

কিন্তু এবে কবিবর !
অনাহারাহারে।

শক্তিহীন বঙ্গভূমি
হারায়ে তোমারে ॥

ভাবি যবে বৃথা ভবে
জন্মেছি আমরা

অনিদ্রায় নিশিদিন
হই আত্মহারা ॥

নেও তবে গৌর জন
ক্রোড়ে তব তাই।

অনাহারে অনিদ্রায়
জাগে যে সদাই ॥

কবিবর ! কেন তবে বৃথা খেদতব
যদি বা ভুতলে।

ভাবের ভাবনা রাশি, শত আশা নিয়ে
মুগ্ধ হয়ে ছিলে॥

জানিনু যে হয় কভু ভ্রান্ত মুনিমন
পার্থিব সম্ভোগে।

নশ্বর সুখের তরে আকর্ষিত হয়
শত অনুরাগে॥

তাই ভবে যদি তুমি অন্ধ হয়ে ছিলে
সংসার আশায়।

উঠিলে অকুতোভয়ে উচ্চ সিংহাসনে
পদে ঠেলি তায়।

কপোতাক্ষ নদতীরে খ্যাত নাম যশোহরে
জন্মিয়ে সাগরদাড়ী গ্রামে।

বুঝি প্রবাহিনী সম, লভিয়া তব জনম
প্লাবিয়া ঈপ্সিত নানা ভূমে॥

বলাইলে স্বচ্ছবারি, বীণার স্বরলহরী
ধরিলে জীবন ধীর স্রোতে।

রাজহংস বক্ষেধরে, ছন্দ অমিত্রাক্ষরে
প্রতিদেশ ভ্রমিলে যেমতে॥

জন্ম যে জাহ্নবী গর্ভে, সেদেশে গাপি শৈশবে
হৃদয়ের অনন্ত হুতাশে।

ছুটীলে চৌদিকে রণে যাপিতে কর্ম্ম-জীবনে
ত্যজি গৃহ-মায়া-কারাবাসে॥

কিংবা বাড়বাগ্নি নিভ, জলধি-হৃদয় তব
জ্ঞানদীপ্ত ভাবনার বলে।

ভাসাইলে দেহতরী, নদনদী পরিহরি
সাগর বঙ্গের উপকূলে॥

উত্তরি মাদ্রাজ ভূমি, গাইয়ে যার কাহিনী
বরমাল্য পড়িলে যে গলে।

সুতা সে রাজভাষার, প্রীতি উপহার তাঁর
পুরষ্কার যা কিছু লভিলে॥

পুনঃ নব আশাবশে ছুটিলে নব আবেগে
পাশরিয়ে সে করম ভূমি।

যথা) সুচির যৌবন গর্ব্বা, দিগন্ত খ্যাত প্রতিভা
মহাশক্তি যাহায় বাখানি॥

এক ছত্রাধিকার, ভারতে রাজত্ব যার
ইংলণ্ড ইংরেজ রাজধানী।

যা কিছু লভিয়া শক্তি, রাজকর্ম্ম রাজভক্তি
এ ভারতে ফিরিলে অমনি॥

ধন্যা জাহ্নবী বঙ্গজে! বুঝি জহ্নু মুনিসুতে!
কবি-মুণি-প্রসু তুমি হ'য়ে।

ধন্য রাজ নারায়ণ, যে ক্ষেত্রে তব জীবন
তবাত্মজে সে ক্ষেত্রে পাইয়ে॥

ধন্যা সে রমণী, ধন্য রমণী রঞ্জন
রমণীয় সে রম্য কানন।

সুরম্যা মাদ্রাজপুরী, যথায় ভুঞ্জিলে
দুহে যৌবন জীবন

কিন্তু যে রমণীকুল, ভবে সুখে ভেসে
পুরুষরতন অবহেলে।

পতিসুখে আত্মসুখ নাহ'লে পুরণ
প্রতিশাখে কুজনি বিহরে॥

আ৷শ্রত তরুর পত্র শীতঋতু স্পর্শে
ফলপুষ্প বিহীন হইলে।

অমনি সে বৃক্ষস্থিত কুলায় ছাড়িয়ে
স্বেচ্ছায় ভ্রমে যে কৌতূহলী॥

কি করিব! কবি যদি "প্রেমের নিগড়"
শৃঙ্খলিত করেছিল মন

তুমি ভেবেছিলে যারে হে বঙ্গমিলটন
স্বীয়কার্য্য করিবে পোষণ॥

ভেবেছিলে মন্দীভূত হলে পরমায়ু
লেখনীর তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।

নয়নের পূর্ণ জ্যোতি, হৃদয়ের বল
লেখনী ধরিবে তবসাথ॥

তোমার কপালে হ'ল সে পাবকশিখা
তোমায় দহিতে মনস্তাপে;

অগ্নির পরীক্ষা যার বিধি হিতকার্য্য
উপেক্ষিয়া ডুবিল সে পাপে॥

তোমার আত্ম বিলাপে জাগিলনা হৃদে
সিংহল বিজয়া সে মুরজে।

দিলেনা সে রাজ্য হ'তে তোমার উচিত
ধনমান চরণ সরোজে॥

সে যে চলে গেল কোথা কে করে গণনা
কবে সেযে মিশে গেছে জল বায়ু সনে।

যদি তব শোক স্মৃতি ধরিত সে হৃদে
মোরা ধরিতাম তাঁর নাম তব গানে॥

যে বিজলী খেলা তুমি, খেলিলে ভারতে,
চলে গেলে অবশেষে ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায়।

চমকি দেখিনু মোরা, তোমায় জগতে
যে খেলা খেলিলে তুমি অমিত প্রভায়॥

পথিক আমরা ভবে, যাব অনুসরি
যশোরাজ্যে একে একে আলোকে তোমার।

কিন্তু তুমি প্রতিভার খেলা যা খেলিলে
সহসা দেখিনু মোরা আলোকে আঁধার॥

মাইকেলের আত্মবিলাপ

অবলম্বনে।

কি যে হারাইলে কবি কেমনে বলিব।
বলনা শুধায়ে তবে যা তোমায় দিব॥

যদি হারাইলে আয়ু পরমায়ু লভে।
অনন্ত রাজ্যেতে তব দিব্যাসন শোভে॥

যদি হারাইলে ধন শোক তব অকারণ।
তোমার রয়েছে ভবে অমূল্য রতন॥

"নিশার স্বপন সুখে সুখী যে
কি সুখতার"

সত্য যে বলিলে কবি! এশোক বারতা
এ মর ভবনে।

কত শত প্রাণী প্রাণ দহে দাবানলে
জীবন যে বনে॥

দগধ হিয়ায় পথে পথে ধায় অন্বেষণে
যাপিতে জীবন।

কে দেখাবে যে পথিকে পথ ভুলে গেছে
সেযে এভবনে॥

নাই যার পাথেয় জগতে ধনজন
নগণ্য জগতে।

পরে থাকে হেথা হোথা ভবে ভগ্ন আশা
জ্বলিয়া মরিতে ॥

যদিবা নিশায় নিদ্রা পরশে তাহার
জাগরণে দুঃখ।

চিন্তাকুল কর্ম্মভূমে যবে মনে জাগে
(সেই) নিশি স্বপ্নসুখ।

কিন্তু কবি! তবজন্ম কভু বৃথা নহে
এমর জগতে।

কত স্বপ্ন আঁকিলে যে চিতে মানবের
আলেখ্য ধরিতে ॥

কবির ঈশ্বরভক্তি।

(১)

কেমনে হে কবিরাজ! বলনা আমায়
স্বধর্ম্ম নিধনশ্রেষ্ঠ ত্যজিয়ে ধরায়;
বিধাতার প্রেমদৃষ্টি লভিলে জনমে,
না গেয়ে তাঁহার নাম ভাষার লিখনে॥

(২)

খুজিলাম পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আঁকি,
ভেদিতে সে তত্ত্বব্যূহ গ্রন্থে লিখিলে কি;
কোথায় চিহ্নিত তুমি কর নাই তা'র,
কত যে কি ভাবিলাম আকাশ পাতাল॥

(৩)

যদি বা কাঁদিলে তুমি পড়ে কাল ফাঁদে,
যদি বা মাগিলে ভিক্ষা বন্দি রাঙ্গাপদে ;
আপন হৃদয়ে তুমি কত যে গাইলে,
সে কবিতাগানে কভু ঈশে না জাগালে।

(৪)

মহাজন চৈতন্যের ধর্ম্মধোয়া ধরি,
পঙ্কিল করিল যা'রা ধর্ম্মনীতি তার (ই)
সে রহস্য এঁকে বুড় শালিকের ঘাড়ে,
দেখালে চখের বালি পাতি বিস্তারিয়ে ॥

(৫)

দ্বিজ জাতি প্রথা প্রতি যত বিদ্রূপোক্তি,
রোধিতে যা কুসংস্কার, সমাজ-পদ্ধতি ;
চক্ষুশূল এ সকলি মোরা বুঝিলাম,
ধর্ম্ম জীবনের তব নিলে না যে নাম ॥

(৬)

জানিনু তোমার ভবে পবিত্র জীবন,
তানা হ'লে পুণ্য ব্রত ধরি ভবে কেন ;
জাগালে সবার প্রাণ নানাচিত্র এঁকে,
বিশ্বাস যদি না ছিল তব পরলোকে ?

(৭)

বিশ্বাস যদি না ছিল তব লোকান্তরে,
বিধাতার প্রেমদৃষ্টি কেমনে লভিলে ;
সাধিয়া সাধনা তব কুয়াসাচ্ছাদিত,
জীবনের মহাযুদ্ধে আশৈশব যত ॥

(৮)

মহাদীক্ষা ল'ভে বুঝি ধরম জগতে,
পালিলে হে বিশ্বধর্ম্ম সর্ব্ববাদীমতে ;
সৃষ্টিকর্ত্তা সেবি ভবে অনন্ত জীবন,
লভিলে হে কবিমুনি ! শ্রীমধুসূদন ॥

(৯)

সৃষ্টির কারণ আদি অজ্ঞেয় যে রূপ,
যেহোবা বা যোভ যাঁরে বাখানিলে পোপ ;
যেই ধর্ম্ম ধরি হৃদে তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে
ভ্রমিলে নাস্তিক সম জ্ঞানানুশীলনে ॥

(১০)

জ্ঞান-রাজ্যে বুদ্ধ তুমি ধরমে তদ্রূপ,
একেশ্বর শক্তি মুক্তি কর্ম্ম অনুরূপ ;
বুঝিলাম জ্ঞানধর্ম্ম-কর্ম্মের কারণে,
বিধাতার প্রেম দৃষ্টি লভিলে ভুবনে ॥

———

কবির অমরত্ব।

—*—

শিশিরের বিন্দু, উষা রাখি দিলে
পত্রে পত্রে সযতনে।

অমৃতের কণা সিন্ধুমথনিয়া
সুর যথা যতজনে॥

পান করি তাহে, রাখিলা যেমতি
অমরাবতীর মান।

শোভিলা সকলে, সহস্রাক্ষ গলে
যেন মুকুতা সমান॥

সে মুকুতা ভবে কভূ কি সম্ভবে
শুক্তিগর্ভে উপজাত।
বারিধানী তলে, শোভে যাহা কভু
তটে, দ্বীপে পঙ্কগত ॥

শিশিরের বিন্দু উষা রাখি দিলে
পত্রে পত্রে সযতনে।
ঝলসিল সব রক্তিম ছটায়
সবিতার আগমনে ॥

যেন মুক্তারাশি, পত্রে রাশি রাশি
অমৃতের কণা গুলা।
সূর্য্য দেব আসি, স্বরগ বিলাসী
আকণ্ঠ-উদরে দিলা ॥

অমরত্ব পেয়ে, এমর ভবনে
ধরিয়ে আপন প্রাণ।

সৃষ্টি স্থিতি হিতে, রাখিলে যে রবি
শ্রষ্টার সৃষ্টি-বিধান॥

হে মধুসূদন, (যত) বঙ্গের রতন
বঙ্গকাশে রবি শশী।

পত্রে পত্রে দিলে, মুকুতা প্রমাণ
সুধাকণা রাশি রাশি॥

কবিতা জীবন, মন্থনে পাইলে
মাতৃভাষা সুধারাশি।

অমর হইলে, পান করি তাহে
বিলাইলে দশদিশি॥

মাইকেলের মাতৃভক্তি ।

—*—

জননীর আশৈশব স্নেহের পুতুল
ছিল যাঁরা এ ভব মাঝারে ।

বুঝি কবিকুল সবে, মাতৃপূজা তরে
ধরিলেন বীণা যন্ত্র করে ॥

যাঁরা ভবে স্তম্ভীভূত গৃহবৃত্ত-কেন্দ্রে
তাঁরা পূজে অন্ন বস্ত্র দিয়ে !

বরদা ভাঙ্গিলে তব গৃহের বন্ধন
(তাই) পূজেছ মা ভাষায় বান্ধিয়ে ॥

কবির যশ ও আশা।

——*——

আশার আশায়, কত দিন যায়
নিশি কিংবা জাগরণে।

রাকা শশী যথা সুপ্ত নীল নভে
কিংবা ভরে কর দানে

জাগিবে যে পুনঃ সে আকাশ দীপ্ত
রৌপ্য শুভ্র চন্দ্রমায়

তেমতি জানিবে বিষয় ভাবনা
সব এ ভাব মাতায়

পথিক আমরা পথে পথে ধাই
একযাবে পুনঃ তায়।

ধরিয়ে যাইব, রথনেমি যথা
আশা পথে পথে ধায় ॥

কভু নভে কভু ভবে উঁচু নিচু
আকাশ পাতাল প্রায়।

আশার যে গতি এভব মাঝারে
তোমার আমার হায়!

হে মহান! দেখি নাই তবকভূ
বিফল হয়েছ তাহে।

ক্ষুদ্র আমি তাই সদাবাস এই
আশা-ভৃঙ্গ ভগ্ন গৃহে "

তোমার আশার নিশা যদি ভবে
ব্যর্থ কবি মম সম।

যশ আশাবৃক্ষ তোমার সদাই
প্রস্ফুটীত নিরুপম॥

কবিকুল।

—*—

কতই ভাবিনু হায়, সতত পরাণ ধায়,
আকাশের পানে।

শকতি নাহিযে হৃদে, তবু কেন যেন কাঁদে,
উঠিতে গগনে॥

ধরিতে সুকবি চাঁদে, পাতি বিশ্বে প্রেম ফাঁদে,
মিশে গেছে সে যে।

আকাশের মহাকায়ে, সুধারাশি বরষিয়ে,
এ বিশ্বের মাঝে॥

ঐযে তারকাচয়, ঘেরি চাঁদে যথারয়,
কি মহান সাজে।

যেন তা'রা বৃন্দাবনে, রাস-পূর্ণিমার দিনে,
কৃষ্ণে ঘেরি রাজে॥

কা'রনা হৃদয় ফুটে ধমণী জাগিয়া উঠে,
প্রেম উথলিয়ে।

ধরিতে সে সুধারাশি ফুটে যাহা দশ দিশি,
বিশ্ব প্রকাশিয়ে॥

ধন্য কবিকুল যাঁরা, ত্যজিয়ে আকুল ধরা,
কেহ চাঁদ হয়ে।

কেহ ক্ষুদ্র দীপ ধরে, গেল চাঁদে ধরিবারে,
জন্মিয়ে মরিয়ে॥

তোমা সবা দেখি যদি, ধায় প্রাণ নিরবধি,
আকাশের পানে।

বিরাজিয়া ফুল্লমনে, রচি যথা সিংহাসনে,
ডাকিছ শাসনে॥

আমি যাব ধ্বজাধরি, তোমার শাসন' পরি,
মাতিব হরষে।

যদি বৃথা জন্মভবে, আজন্ম পূজিব সবে,
সরস মানসে॥

—————

কবির বাণিজ্য।

—— * ——

বসন ভূষণ যত খাদ্যের ভাণ্ডার
নরনারী জগতের তরে
যারা এই বিশ্বমাঝে সাজায় বিপণি
আত্মপর জীবনের দায়ে।
একে অন্যে দেয় বিনিময়ে॥

ভাষার বিবিধ ভূষা জ্ঞান-গৃহেধরি
নরনারী জগতের তরে
যারা এই বিশ্বমাঝে জ্ঞানের প্রভায়
সাজায় রতন রাজি যত।
সাহিত্য ভাণ্ডারে অবিরত॥

নদনদী পর্ব্বত কান্তার পারাবার,
ভ্র'মে নিত্য প্রাণপণ করে,
যাঁরা এই বিশ্বমাঝে বাণিজ্য সেবক
অর্থকাম ধর্ম্মের কারণ,
মোক্ষকর্ম্ম করিছে সাধন।

নদনদী পর্ব্বত কান্তার পারাবার,
ভ্র'মে নিত্য কল্পনার বলে,
যারা এই বিশ্বমাঝে জ্ঞানের বিকাশে
সদারয় ব্রতী আহরণে,
ভাবের সৌরভ বিতরণে।

সেবক তুমিহে যদি কল্পনা দেবীর,
জীবন ধারণ আমি দেখি,

বাণিজ্য সেবক নর ভব-রঙ্গ-মঞ্চে
কত যে সে দিলে হে তোমারে,
কল্পনা জীবন ধরিবারে ॥

তাই কবি ঋণী তুমি জন সাধারণে
কি দিলেহে তাদের আহার
বিধাতা সৃজিত বিশ্ব-রক্ষণ কারণ ?
এ ভব বাণিজ্যে লাভবান,
দেখি তুমি নিয়ে যশোমান।

তোমার বাণিজ্যে দেখি এই ধরাধামে
কজন দেখি যে লাভবান ;
যশ অর্থ উপার্জ্জন দেখি যাহা কিছু
কজনকে বিলাইলে শুধু ;
কল্পনা খনির যত মধু ॥

তোমার বাণিজ্য দেখি এই ধরাধামে
কজন বাচিলে শুধু প্রাণে ,
যাঁরা ভবে তোমার বাণিজ্য বুঝেনিছে ,
তাদের যে ঘরে ঘরে তুমি ।
বিলাইলে স্বর্ণ-রৌপ্য-খনি ।

মথিয়া সমুদ্র-দৃশ্য আকাশে ভ্রমিয়া
নদনদী প্রকৃতির রূপ ;
আঁকিয়া স্বরগ দৃশ্য কল্পনা আগারে
আত্মায় আত্মায় পড়াইলে,
স্বর্ণ-রৌপ্য-পুণ্য অলঙ্কারে ।

কবিতার নবযোগ।

—*—

"মনঃ পদ্মফোটে, পূজা তুমি মা, পাইবে,
কি কাজ মাটির দেহেতবে, সনাতনে ;" মাইকেল।

১

বাগ্দেবি ! তোমার ভকত কত সেবেছে,
বঙ্গে নানা রঙ্গে, ফলে, ফুলে, বলি দিয়ে।
ফলপুষ্প, জন্মে যাহা ভারত উদ্যানে,
প্রেমসরোজ সেও তব লুটে ও চরণে।

২

কিংবা যদি বেদ ত্রয়ে পূজিছে সবায়,
চতুর্থ বেদ বীণায় কখন বা গায়।
আর্য্যবংশ অনার্য্য বা আসিয়ে হেথায়
তবতীর্থে অবগাহে শান্তির ধারায়।

৩

জানিনা কেন যে তব রূপের অভাব,
সবার হৃদয় জাগে কাম পিপাসায়।
পূজা তুমি লইলে যে সবায় তুষিতে,
সুগন্ধী বা গন্ধহীন ঋতু পুষ্প হ'তে।

৪

চঞ্চলা ইন্দিরা সম দেখিনি তোমায়,
ফল ফুলে তব কভু ব্যাঘাত ঘটায়।
ইন্দীবর কোকনদ কুবলয় দলে,
কিংবা ডেফডিল যদি সহসা বা মিলে।

৫

যে বাল্মিকি পারিজাত ফুলের স্তবকে,
কীর্ত্তিবাস সেই পুষ্প আনি মর্ত্তলোকে।
কাশীদাস একতানে ভ্রমরেয় মত,
গুঞ্জরিয়া ফুলমধু আহরিল কত।

৬

তবপদে চণ্ডিদাস প্রাকৃতের ছায়ে,
হিয়ার হিয়ায় বংশীধ্বংনি ফুকারিয়ে।
কানের ভিতর দিয়া মরম পরশি,
ব্রজবুলি বুলে ভুলাইলে ব্রজবাসী।

৭

বুঝি তব গৌরাঙ্গের মিশিলনা কানে,
গৃহস্থলী পারিলেনা মিশাতে সে গানে।
বিদ্যার সাগর তাই নলবনবাঁশী,
নিরমিয়া বিতরিলে যত বঙ্গবাসী।

৮

পূজেছিলা যে ফুল চন্দনে সে বাল্মিকি,
পাইলে দোসর জয়দেব যায় দেখি।
আজি কবি আদি রসে অনাদি কৃষ্ণের,
ক্রীড়াগীতি বরনিলা যে রস-কুঞ্জের।

৯

ভারতে ভারতচন্দ্র-কৌতুক-কাহিনী,
বিদ্যাসুন্দরের ভাষা রস-শিরোমণি।
গণি বিদ্যাপতি সব বৈষ্ণব কবির,
ধরাধামে আবির্ভাব সুত ভারতীর।

১০

যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি বিদ্যার সাগর,
তোমার নূতন বেশে সাজালে কৈশোর।
তাহার দোসর বঙ্গে বঙ্কিম সুমতি,
নবযোগ প্রবর্ত্তিলা বঙ্গভাষা গাথি।

১১

গাথিয়ে সুচারু বেশে নির্ম্মল বরণে,
পূর্ণ অবয়বে তোমা সাজালে যতনে।
অচঞ্চলীভূত মাগো! সেবি তোমা এবে,
হেমে হৈমদীপে হোমে পূজেতেছি সবে।

১২

বেদমাতঃ! এনব বিধানে সাজাইয়ে,
পুরোহিত, পূতমন্ত্র-আহ্বানে জাগায়ে।
এ পূজায় দ্বিজ-যাঁরা তাদের বীণায়,
কভুগাই কভু ভাবে উনমত প্রায়।

১৩

যে চৈতন্যদেব বঙ্গে নব ধর্ম্মবাণী,
দিয়ে কাণে কভুগানে মাতালে পরাণী।
তোমার কবীন্দ্র দল তেমতি জগতে,
মাতায় জাগায় প্রাণ চৈতন্য সহিতে।

১৪

বীর্য্য যশজ্ঞানে কিংবা বৈরাগ্যের ভগে,
পূজে যাঁরা এ জগতে হৃদয়ের রাগে।
জ্ঞানধর্ম্মবীর তাঁরা নয় কি গো মাতঃ!
সেবি পদ ভ. রয় ও চরণাশ্রিত।

১৫

কাব্য-সুমন্ত্রোপবীত কল্পনার হ্রদে,
কবিকুল দ্বিজভবে তোমার প্রসাদে !
পূজি তাঁরা সেইমন্ত্রে সংকল্পে তোমার ,
যত শিষ্যসহ লভে আনন্দ অপার।

১৬

শ্বেত সরোজ বাসিনী, কা'রো হৃদি পরে,
মরাল বাহিনী কারো মন সরোবরে।
যেবা যে আসনে হৃদে বসায়ে তোমায়,
পূজে ভক্তি সচন্দনে বেঁধে সাধনায়।

১৭

জ্ঞানের মন্দিরে কেহ জ্ঞানরজ্জু দিয়ে,
বান্ধিয়ে রাখিয়ে তব নিরাকারাকারে।
যথা ব্রহ্মজ্ঞানী কিংবা ব্রহ্ম অসম্ভুত,
ইতর জাতির জ্ঞান কাব্যোত্থানোদ্ভূত।

১৮

তাই-যেগো বীণাপাণি ! ধরে বীণা করে,
জাগায় যে জাগেতব বীণার সুস্বরে।
নরনারী গরীয়সী প্রতিভার:বলে,
তোমার সে অপরূপ রূপে মনভূলে,

১৯

নবযোগে নবজ্ঞান ধর্ম্ম সনাতন ,
প্রবর্ত্তিলা মহামতি যে রামমোহণ।
ধন্য তুমি ! ভারতের মঙ্গল কারণ,
করিলে যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ।

২০

পরম ধরম তুমি, ছাইতব কাছে,
ধনদা কমলা প্রেমে ভুলে যাঁরা আছে।
জ্ঞানের মন্দিরে নিত্য বসতি যাঁহার,
যশের সৌরভ যাঁর দিগন্ত বিস্তার।

২১

যে সৌরভে সৌরভিত ভারত মাঝার,
কত জ্ঞানী ধরিতব গৌরব ভাষার ।
হে মোক্ষ মুলার তবকীর্ত্তি অসম্ভব,
ভারতে ভারতী তব প্রণয় গৌরব ।

২৩

নিরখিয়া কতজন সেবে তব মূর্ত্তি,
ভজে তোমা রাখে এ জগতে চিরকীর্ত্তি ।
মনঃ পদ্মে পুজিয়ে তোমায় মাইকেল,
নবরাগে ভাসাইলা কবিতা ছন্দের ।

২৪

গাইলে যে তুমি নবযুগ নবরাগে,
গাইব আমরা তব ছন্দ অনুরাগে ।
"চিরস্থায়ী পূজা" ধরি নবযুগ রাগে,
এনব বিধান ছন্দ গাইব সোহাগে ।

২৫

নবমাল্য চিকনিয়া নানা ফুলে রচি,
সাজাইলা ভারতীরে যথা অভিরুচি
ভাঙ্গি গড়ি কোথারূপ মনের মতন,
পুজিলা যেরূপ মোরা দেখিনু এখন

শৈশব কবি।

১

যুবক যেমতি সংসার সংগ্রামে ব্রতী,
নির্ভীক হৃদয় যবে অবারিত গতি ॥
গৃহ তব এবে দেখি সূর্য্য-খরকর
যথা দীপ্ত মধ্যাহ্নের আকাশ উপর ॥

২

সতেজ ইন্দ্রিয় হৃদয়ের বল এবে,
আশা-সূর্য্যরশ্মি সম বিকীরিত ভবে ॥
প্রেম-উদ্ভাসিত নেত্র ঝলসে সতত,
তবগতি ভবে এবে দেখি অবারিত ॥

৩

যুবক যেমতি গৃহে শৈশব তেমতি ।
নবরাগে যবে তুমি আর,ম্ভলে গীতি ॥
ভ্রমি পূর্ণ উত্তম সহিত ইচ্ছা যথা ।
হাসি গানে যে শৈশব কাটিলে সর্ব্বথা ।

৪

জ্ঞানরাশি রাশিকৃত অর্জ্জন করিয়ে ॥
জ্ঞানের প্রতিভা ধরি যা কিছু গাইলে ।
সে সব বিভব দেখে রাখিল তোমায় ॥
চোখে চোখে যথা যাও, ধরিয়ে সবাই ।

কবির শৈশব।

জানিনা শৈশবে তুমি কেমনে কাটালে।
ভাবি, হে ভাবি ভাবুক।

তোমার দোসর ভবে শত শত নর
তারা দেখি ভবের ভাবুক॥

কে শিখালে এ যুকতি স্বভাব-ভাবনা
অসীম কল্পনা যতসব।

সে কি কভু শিখেছিলে গৃহের ছায়ায়
বাল্যসখা শিশুদের মত?

হেনলয় মনে মোর, স্বভাবের মত
ছিলে তুমি স্বভাবে পালিত।

শৈশবের ধুলোখেলা কিংবা গতি সব
নবরাগে পরাণে জাগিত॥

বুঝিবা শারদ শশী, পুর্ণিমার চাঁদ
বাল্য জীবনের ক্রীড়া ভূমে।

হাসি দেখা দিতযেন, সহচর যত
তব বাল্য শিশু ক্রিড়া সনে॥

যথা সমুদ্রের তলে স্পর্শমণিলৌহ
রাশি রাশি যাকে যদি পড়ে।

সমগুণে আকর্যিত, স্বভাব যেমতি
স্বভাব তোমার ধীরে ধীরে।

দেখিলে জীবনে যবে পাড়িলে ধরিতে
শৈশবের ভাবনা রাশির।
জড়িয়ে ধরিলে তুমি অনুভব যত
কল্পনা জগতে সুগভীর॥

যুবক কবি।

১

বিমান আরোহী যদি আরোহি বিমান
খেচরাভিলাষী হয়ে ধায় সে আশ্বাসে।
বিমান সম্প্র পূরিত, বাষ্প বায়ুক্ষয়ে,
ধীরে ধীরে অবতরে মনের হুতাশে॥

২

কিংবা বিহঙ্গম যথা বায়ু শূন্য দেশে,
গতি প্রত্যাহতীভূত নমে ভূমি তলে।
হে যুবক কবি যদি উড্ডীন শৈশবে,
আকাশে যে ছিলে তুমি শ্বাসরুদ্ধ হ'লে॥

৩

নিরঙ্কুশ হয়ে যদি শৈশবে তোমার,
যত কিছু লিখেছিলে বিমানা রোহিয়ে।
এবে ভয়ে প্রকৃত জীবন ছায়া ধরি,
সে বিমান ভূমি তলে রাখিলে ধরিয়ে॥

৪

এ যু বায় বৃদ্ধ তুমি জ্ঞান ধৃত-বেশ,
ভবে বিতরিছ ধর্ম্ম যথা নরগণে।
শেষ অঙ্ক যবনিকা পতন দেখাও
ধর্ম্মস্মরি ধর্ম্মসৃত কেশ ধৃত জেনে॥

বৃদ্ধ কবি।

—— * ——

১

জানিনা কেমন তব ভাবনার স্রোত,
বুঝি এবে শুষ্করবি তেজে ক্ষীণ দেহ
যথা নদনদী কিংবা তরাগ ভূভাগে
পতনোদ্ভব-সসীম-জীবন-প্রবাহ ॥

২

নীরব-ঝঙ্কার যথা মধুশেষে পিককুল
কিংবা যথা মহীরুহ দেখি শিশিরের।
কিন্তু তব এ দৈন্যতা, হায়! চিরতরে
বিশুষ্ক কল্পনারস লীলা তরঙ্গের ॥

কবির চিত্র।

—*—

"ইচ্ছি সাজাইতে, বিবিধ ভূষণে
লহরী ভাষার।
চিত্রি হৃদি পটে, জ্ঞান নেত্রে পুরি
মনের ভাণ্ডার॥
বিতরিতে ভবে, তোমার ভাষায়
যত কিছু গড়ি।
মনের মতন, স্বভাব রতন
হৃদে হৃদে ধরি॥

কবির মন।

—*—

১

হৃদয়-বীক্ষণে দেখি জগতের ছায়া
যত কিছু বিশ্বভরা জীব জীবনের ;
কিংবা প্রকৃতির দেহ নৈসর্গিক যাহা,
সে দেহে নির্ম্মিত আর কৃত্রিম যা কায়া।

২

হৃদয়-বীক্ষণে ধরি যাহা কিছু সব (ই)
গুহতম মনোরাজ্যে যত্নে সাজাইয়ে
জ্ঞানালোকে ধৌত করি সে সবার স্মৃতি
চিত্রি যে রাখিলে পত্রে যত কিছু ছবি।

———

৩

তব মন্ত্র মনমন্ত্র প্রতিবিম্বযন্ত্র,
শত শত ছবি তায় রাখি অহনিশ ;
বিলাইলে বিশ্বমাঝে যদি পেলে কভু
ধরিতে তোমার সবে মন যন্ত্র-মন্ত্র।

কবির ভাষা।

—*—

১

জন্ম তব হে জাহ্নবী সাগরের কুলে।
প্রশান্ত উতলা যার অগাধ সলিল॥
প্রবাহিনী বাহিনী সমর ক্ষেত্রসম।
সতত ধরিছ ব্রত আত্মজন্ম কল্পে॥

২

হে কবিতে, "লো সুন্দর জননীর" অতি
"সুন্দরী তরা দুহিতা", তোমার রাগিনি,
মধুর তরা মধুরা সেই পিককুলধ্বনি;
বিনিন্দিত অপ্সরার তাল নৃত্য গীতি

৩

সপ্তাব্ধি নিসৃত ওগো ! কল্লোলিনি তোর !
এ ধরা দেখিনু তব পয়ঃ ধারে ভরা ;
কোথায় উর্ব্বরি প্রতি দেশ দেশান্তর,
কোথায় শান্তির তৃষ্ণা বারি যে বিতর।

৪

সমস্ত জগত ব্যাপ্তা দিগম্বরী তাই,
যতনে ধরিয়া কেহ পরালে ভূষণে ;
হইয়ে আবদ্ধা তার প্রীতি পুষ্পদলে
সাজিলে বিবিধ ভাবে ! ভূষণে তোমায়।

৫

বেদে তুমি সুরকুল ভূষণে ভূষিতা,
সে সুখ বঞ্চিত হ'য়ে নিপতিত হলে ;
প্রাকৃতে ধরিলে কোথা অন্তঃপুর বেশ
সে সুখ-বসন্ত শেষে বঙ্গ অঙ্কাগত

৬

এ বেশে ধরিনু নয় শৈশবে তোমার
সেবক সেবিকা যত ধীরে ধীরে স্মরি
একে একে পত্রপুষ্প সংস্কৃত আহরি
স্থাপিলা প্রতিমা নব উৎসবে সবার।

৭

'শেষ শতবর্ষ ব্যাপী এ উৎসবনীতি
বিস্তারিলা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের ঘরে ;
প্রচারক ধরি চিত্তে ইষ্ট মহামন্ত্র,
শাসন করিলে শিষ্ট গৌরাঙ্গ মুরতি।'

৮

সসাগরা যে গো ! তুমি ভাষাধানী তব
দোসর পাইলে ভবে উর্ব্বরিতে বুঝি;
উপ নদনদী কিংবা নদনদী সম
ভাষার সন্ততি ভবে পাইলে বিভব।

৯

শতধা বিতরি স্বীয় বিভব হরষে
হে পৃথিবি! ধরিলে জীবন্ত প্রাণী তরে;
কর্ষিতে উর্ব্বরী অন্তঃ শ্রোতের প্রবাহে,
ভাষার তরঙ্গ সপ্তাধিক গুণ-রসে।

(১০)

পূত হয়ে তব মন্ত্রে পূজিনু আমরা,
ভাসা নানা পুষ্পে শত দিব্য আভরণে;
যদি বা দেখিছে কেহ নগ্ন শৈশবেতে,
দিগম্বরী ছিলে এবে হইলে সাম্বরা।

(১১)

রত্ন প্রসবিনী মাতঃ—বাধিতে স্বস্থতে,
অপূর্ব্বা সুন্দরী তরা দুহিতা সহিতে;
কত রঙ্গ খেলি নানা রঙ্গের তরঙ্গে,
কবিতা দুহিতা তব ভাবে নৃত্যগীতে।

(১২)

আমরা দর্শক ভাষে! তব স্নুতাদেখি
অপূর্ব্ব মোহিনী বেশে ভবনাট্য ভূমে;
গাইলে নাচিলে যত তালের তরঙ্গে,
তাহার প্রেমের তৃষা অন্তরেতে রাখি।

(১৩)

কঠিন হৃদয় যবে হয়েছে মোদের,
কবির ভাষায় যেন দূরে চলি যায়।
ধরি যবে সেই গান ভাবের মূরতি,
পাইনু সাধন শিক্ষা হৃদয়-রাজ্যের।

(১৪)

তোমার সাধনা কবি! যা কিছু দেখিনু,
ধর্ম্ম কিংবা কর্ম্মনীতি বলিলে ভাষায়।
বিশৃঙ্খল জীবনেতে মোরা তব সনে,
কবিতাচ্ছন্দের চিত্র-জীবন রচিনু॥

(১৫)

মোরা ভাষা বিজ্ঞ কিংবা বিজ্ঞ শিষ্য যত,
রামায়ণ ছন্দে জ্ঞান লভিনু যে কত।
মহাগ্রন্থ-মহামন্ত্র কাশীদাস ভাষে,
নৈতিক জীবন গড়ি জীবনে সতত।

(১৬)

এ যে কবি তব গান অমৃত সমান,
গীতার বীরত্ব তত্ত্ব নহে তা'র মত।
এ ভাষায় জাগাইলে বালবৃদ্ধ যত,
অবলা বনিতা গৃহে, ধন্য তব গান।

(১৭)

ধন্য তব গান, যাহে জাগাও পরাণ,
যদি বা পাইলে কেহ সন্ধান তাহার।
প্রথমে দ্বিতীয়ে কর্ম্মে যদিবা তৃতীয়ে,
ধর্ম্মের চতুর্থে তব ঔষধ প্রধান।

(১৮)

এ ঔষধ হৃদয়ের রোগ শান্তি কর,
ব্যথিত হইল যদি মানব ধরায়।
কিংবা ক্ষত কুপথের কণ্টক গরলে,
তোমার ঔষধে শান্ত দেখি কলেবর।

(১৯)

এমনি কুহকে তুমি পরাণ ভুলালে,
শিলা ও ভাসে যে জলে শুনি গান তব।
যে গানের ছুইছত্রে মর্ম্ম যা মরমে,
যেন বাজিয়াছে মৃগনাভি নাভিমূলে।

(২০)

খুজিয়া খুজিয়া ধাই যতই স্ববেগে,
আমোদিত বনভূমি মনভূমি মাঝে
পাতিনু আসন তাই তবসনে মিশি,
কবিতা ছুহিতা মোরা রাখি পুরো—ভাগে

কবিতা কবি ও কবি পুরুষ।

———*———
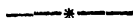
(১)

তোমার সমান কবি আছে কি জগতে,
এক বৃক্ষে ফল দেখি দ্বিধা বিভাগেতে।
কবিতা যে কবি তুমি পুরুষ কি তাই ?
সন্দেহ বাজিছে প্রাণে কেমন সদাই।

(২)

জানি তব হৃদয়ের কোমলতা ধন,
এ জগতে সঞ্চয় করেছে কয়জন ?
এ ধনের অধিকারী তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
তবুও তোমার চিত কেন দেখি ক্লিষ্ট ?

(৩)

ক্লিষ্ট যথা দরপণ বালুকা-মলিন
অযতনে গৃহকোণে তোমার যেদিন :
উননের ধুঁয়া কিংবা গবাক্ষ সমীপে,
কত যে কি চিন্তিলে জীবন সংযাপিতে।

(৪)

আদর্শ পুরুষ তুমি, কবিতার কবি!
আঁকিলে নিপুণ বিশ্বকর্ম্মা মনে ভাবি
জগন্নাথ সুভদ্রার অপরূপ রূপ,
যতনে রচিয়ে কেন করিলে বিরূপ।

(৫)

যে রূপ দেখালে তুমি কবিতা-ভাষায়
অপরূপ রূপ তব জগত জাগায়।
কিন্তু কবি সেরূপের ছবি দেখি তুমি
ভাঙ্গিলে গৃহের দ্বারে পশিয়ে অমনি।

(৬)

গৃহে পশি দেখি তুমি ভাবিছ বিভব,
মানব জীবন ক্লিষ্ট পাইতে যেসব ;
কিন্তু যে সংস্কার রাশি কবিতা সম্ভুত
মিশে যেন, পঙ্কিল-জীবনে অবিরত।

(৭)

যথা সূর্য্যরশ্মি কক্ষে, গবাক্ষে পশিয়া,
হেথা হোথা আলোকিত করে, স্পর্শে যাহা
যদিবা দেখিনু বিষে ঢাকিয়াছে রূপ,
পুনঃ হে কবি পুরুষ ! ধরিলে স্বরূপ।

---*---

আমার ভাষা ও কবির ভাষা।

—*—

"আরত পারিনা বলিতে, আমার ভাষায়
কিযে কি ভাবনা আমার হৃদয় মাতায়"
তুমিত বলিলে কবি, কত যে প্রকারে।
তোমার মনের কথা পাইলে যাহারে॥
তুমিত বলিলে কবি ভাষা গাথিরূপে।
কেহত পারেনা তাহা বলিতে আলাপে॥
তোমার ভাষায় শুধু, নহে ভাষা গাথা।
এ ভাষায় কত কিযে, ভাষা-ভাব কথা॥
ভাব-ভাষা কিংবা ভাবে, যতবা লিখিলে।
রূপে কিংবা উপরূপে দ্বিগুণ বুঝালে॥

কে কবি।

—*—
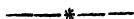
"কে কবি কবেকে মোরে ঘটকালী করে
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেইজন"

মাইকেল।

বাজিল মোদের কাণে এ নিষ্ঠুর বাণী।
বাণীবর পুত্র তুমি, মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী॥

কিন্তু যদি পুজি মোরা শুধু নিযে লাজে।
ফুটে যাহা ভাঙ্গি ধান্য-দেহ অগ্নিতেজে॥

কেন তবে পদে মোরা পাবনা যে স্থান।
কলঙ্ক চন্দ্রের স্থাণু রাখিলেন মান॥

আর যবে ভাবি, নাই অর্থের সম্বল।
বিয়া দিতে কবিতা-দুহিতা এক স্থল॥

শবদে শবদে তাই বিয়ে দেই যার।
আমরা পেয়েছি কণে বর মাগি তার॥

ভেবে দেখ হে সুধীর তালমান লয়।
যন্ত্রের গুণের এক প্রধান আশ্রয়॥

শবদে শবদে তাল জন্মাইনু ধরি।
কবিতা-দুহিতা তাই সঙ্গে নিয়ে ফিরি॥

যৌতুক দেইনা যদি অলঙ্কার রত্নে।
দু'য়ে সখ্যে বান্ধি রাখি অতি যত্নে যত্নে॥

তারা যেন কানে কানে প্রেমের আলাপে।
মজিযে বান্ধিয়ে রাখে শিশু নবরূপে॥

এরূপ নহেত কভু যথা সুবর্ণের।
পিত্তলের যদ্যপি সে তৈজস পত্রের॥
সুবর্ণের মহামূল্য যদি এধরায়।
পিতল বাসন রাখি রন্ধন শালায়॥

কবিতা দুহিতা।

কেমন জনম তব, হে সুরসুন্দরি!

তোমায় নব-যৌবনা দেখি বহুদিন।

মাতৃ প্রেমে, বুঝি তুমি লভিয়ে জনম,

সদা অনুগত হ'য়ে করিছ ভ্রমণ॥

বেদ ভাষা মাতা তব সে তব আকৃতি,

সরল করিয়া তোমা গড়িলেন বিধি।

আজি ও তাঁহার প্রেমে বশ নিতি নিতি।

ছন্দবন্ধ তাঁর মত বিবিধ সে যদি॥

তোমার জনম কথা বড় অপরূপ,
ভাষা দেবি মেনকা-অপ্সরী সুরলোক।
ত্যজিয়ে এমর্ত্তে যবে ধরিলে মায়ায়,
বিশ্বামিত্র মহামুনি তোমার জনক॥

মর্ত্তে সুর নাহি আসে, নাই মুনিগণ,
সুর ভাষা বেদ ঋষি ভাষা শ্রুতি স্মৃতি।
তোমার মাতার ক্রমে স্বর্গ ভ্রষ্ট দেখি,
হায় তরে নূতন ভাবতী॥

জনক যে বিশ্বামিত্র তাঁরও রাজ্যনাশে,
সন্ধি করি পাইলে যে কবি-বিশ্বামিত্রে।
ধন জন বল তাঁরা বাড়ায়ে তোমার,
থলে জনক রাজ্য কবিতা-দুহিতে!

পুজে ছিলে সবিশেষে ব্রহ্মা আদি কবি,
পাইলে আশীষে তার যত শ্রেষ্ঠকবি।
পিতৃমাতৃ সেবা বিশ্ব নিয়ন্তার ধ্যানে,
পাইলে যে তুমি ধন্য ! মর্ত্তে স্থল দেবি॥

কালিদাস ধরি তোমা রাখিলেন ঘরে,
রচিলেন মাতৃভাষা তব স্নেহভরে।
কিন্তু যবে বদ্ধ হ'লে প্রণয়ে জগতে
এসব বিধানে ক্রমে পরিণীত হ'লে।

থেকো এই মর্ত্তভূমে নাভ্রমিও আর,
আমরা ধরেছি এবে প্রণয়ে তোমারে
তোমায় ধরিয়ে মোরা সাজাইব এবে
বিবিধ ভূষণে এই জগতের তরে।

সম্পূর্ণ